W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 235 /WBHRC/~~COM/2016~~-17 SMC

Dated: 20. 12. 2017

Enclosed is the news clipping appeared in the 'Eaisamay,' a Bengali daily dated 20. 12.2017, the news item is captioned 'সিউড়িতে মুখ চেপে আদিবাসী বধূকে গণধর্ষণ'

Superintendent of Police, Birbhum is directed to enquire into the matter and to submit a report by 30th January, 2018.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

সিউড়িতে মুখ চেপে আদিবাসী বধূকে গণধর্ষণ

এই সময়, সিউড়ি: কৃষ্ণনগরের পর সিউড়ি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরও একটি গণধর্ষণের অভিযোগ। সিউড়ি থানা এলাকায় মুখ চেপে, চোখ বেঁধে এক আদিবাসী বধূকে ১০ জন মিলে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ওই ১০ জনের দলের মূল চাঁই পুষণ মার্ডি নামে সিউড়ি থানার কোঁদাইপুর গ্রামের এক যুবক। সে এলাকার একটি মেলা থেকে জোর করে মোটরবাইকে তুলে ওই বধূকে কাছেই জঙ্গলে নিয়ে যায়। পুষণের সঙ্গীরা আগে থেকে সেখানে উপস্থিত ছিল বলে পুলিশকে জানিয়েছেন নির্যাতিতা। সেখানেই তারা সবাই মিলে তাঁকে ধর্ষণ করে ফেলে চলে যায়। পরিবার পরে তাঁকে খুঁজে পেলেও লোকলজ্জার ভয়ে আদিবাসী বধূটি ধর্ষণের কথা তখন কাউকে বলেননি। বরং শুক্রবার রাতের ওই ঘটনার পর তিনি স্বামীকে নিয়ে মহম্মদবাজার থানা এলাকায় বাপের বাড়িতে চলে যান।

সেখানে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে মঙ্গলবার ঘটনাটি জানাজানি হয়। পেটে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হওয়ায় বধূটি তাঁর মাকে সব খুলে বলেন। তখন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শারীরিক পরীক্ষায় গণধর্ষণের প্রমাণ পেয়ে হাসপাতাল থেকে তাঁর পরিবারকে থানায় অভিযোগ জানাতে বলেন চিকিৎসকরা। মহম্মদবাজার থানা অবশ্য অভিযোগ না-নিয়ে পাঠিয়ে দেয় সিউড়ি থানায়। মঙ্গলবার সেখানেই অভিযোগ দায়ের হয়। যদিও দুষ্কৃতীরা কেউ এ দিন রায় পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়নি। বীরভূমের পুলিশ সুপার নীলকান্ত সুধীর কুমার শুধু বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।' যদিও মহম্মদবাজার থানার ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। ধর্ষণের ঘটনাস্থল সিউড়ি থানা এলাকায় বলে মহম্মদবাজারের পুলিশ আধিকারিকরা অভিযোগ নিতে অস্বীকার করেছিলেন।

মহিলা সংগঠনগুলির অভিযোগ, বর্তমান আইনে যে কোনও থানায় অভিযোগ গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট এলাকার থানায় তা পাঠিয়ে দেওয়ার বিধান আছে। মহম্মদবাজার থানা তা না-করে দায় এড়িয়েছে।নির্যাতিতা এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনি গণধর্ষণে অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ তুলেছেন তাঁর দুই বান্ধবীর সঙ্গে। গত শুক্রবার সইখিয়া থানা এলাকায় শ্বশুরবাড়ি থেকে পরিবারের সঙ্গে সিউড়ি থানা এলাকার তাপাইপুরে মেলা দেখতে গিয়েছিলেন নির্যাতিতা। ট্র্যাক্টর ভাড়া করে পরিবারটি মেলা গিয়েছিল। নির্যাতিতা বলেন, 'আমি বাড়ির সকলের সঙ্গে বসে যাত্রা দেখছিলাম। শৌচকর্ম করার নাম করে আমার দুই বান্ধবী আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। কিছু দূর যাওয়ার পর এক যুবক জোর করে আমাকে মোটরবাইকে তুলে নেয়। ওই যুবকের সঙ্গে আমার বান্ধবীদের যোগসাজশ আছে।'

যদিও ওই দুই বান্ধবীর হদিস মেলেনি। পুলিশও তাদের খোঁজ করেনি মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত। আদিবাসী বধূটি জানিয়েছেন, নির্যাতিত হওয়ার পর তাঁর উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ছিল না। যেখানে তাঁদের ট্র্যাক্টরটি দাঁড় করানো ছিল, তার কাছেই তিনি বসেছিলেন। মেলায় খুঁজে না-পেয়ে বধূর ভাসুর সেখানে এসে তাঁকে দেখতে পান। পরে পরিবার তাঁকে বাড়ি নিয়ে যায়। বধূটি বলেন, 'লজ্জায় আমি ঘটনাটি এতদিন কাউকে বলিনি। স্বামীকেও জানাইনি। কিন্তু পেটে ব্যাথা শুরু হওয়ায় আর লুকোতে পারিনি। মাকে সব বলি।' বধূর ভাই বলেন, 'আমরা কিছু বুঝিনি। জামাইবাবুকে নিয়ে দিদি এসেছিল। আজ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার পর মায়ের মুখে ধর্ষণের ঘটনা জেনে দিদিকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাই।'

বীরভূমে একের পর ধর্ষণের অভিযোগ ওঠায় মহিলাদের নিরাপত্তা ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বোলপুরে নির্যাতিত এক তরুণী গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন ১০ দিন আগে। সোমবার তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তার পরেই সামনে এল এই গণধর্ষণ।

কৃষ্ণনগরেও গণধর্ষণের মামলার প্রস্তুতি পুলিশের

এই সময়, কৃষ্ণনগর: নির্যাতিতাকে দিয়ে ধর্ষণের বদলে ভাঙচুরের অভিযোগ লিখিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানার বিরুদ্ধে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই পুলিশকে ফের নির্যাতিতার বয়ান নিতে তৎপর হতে দেখা গেল। একজন মহিলা পুলিশকর্মী মঙ্গলবার শক্তিনগর হাসপাতালে গিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলেন পঞ্চাশোর্ধ ওই বিধবার সঙ্গে। সোমবার সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া বয়ান থেকে নির্যাতিতা একচুলও সরেননি বলে জানা গিয়েছে। মহিলা পুলিশকর্মীকে বিধবা জানিয়েছেন, তাঁকে গণধর্ষণ করেছে দুষ্কৃতীরা। এ দিন তাই আগের দিনের 'ভুল' সংশোধনের ইঙ্গিত মিলেছে নদিয়ার পুলিশ সুপার শিসরাম ঝাঝারিয়ার কথায়। তিনি বলেন, 'পুলিশ নির্যাতিতার সঙ্গে কথা বলেছে, হাসপাতালের কাছে মেডিক্যাল রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। রিপোর্ট পেলে প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতালের সুপার শচিন্দ্রনাথ সরকার সোমবারই বলেছিলেন, বিধবাকে পরীক্ষা করে ধর্ষণের প্রমাণ মিলেছে। মঙ্গলবার অবশ্য তিনি বলেন, 'রিপোর্ট পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির সদস্য গীতা দে বলেন, 'নির্যাতিতা তাঁর উপর অত্যাচারের কথা আমাদের কাছে বলেছেন।' এ দিন বিজেপি, এসইউসিআই ও আরএসপির মহিলা সংগঠন নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে। সকালেই থানায় গিয়ে বিজেপির মহিলা সংগঠন যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া দাবি জানায়। বিকালে এসএউসিআইয়ের মহিলা সংগঠন জামিন অযোগ্য ধারায় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করে।

আরএসপির নদিয়া জেলা সম্পাদক শঙ্কর সরকার বলেন, 'নির্যাতিতা আমাদের দলের সমর্থক। বুধবার ওই এলাকায় প্রতিবাদ সভা করব আমরা।' মঙ্গলবার হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয় নির্যাতিতাকে। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এক নিকটাত্মীয়র বাড়িতে। কিন্তু কেনও ওই বিধবার উপর আক্রোশ দুষ্কৃতীদের? জানা গিয়েছে, কৃষ্ণনগরের ওই এলাকায় গত বছর জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় মঙ্গল বিশ্বাস নামে এক যুবককে খুন করেছিল দুষ্কৃতীরা। কলোনি এলাকায় গন্ডগোলে অভিযুক্ত মঙ্গল কিছুদিন জেলে ছিল। জামিনে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফেরার কয়েক দিনের মধ্যে সে খুন হয়। এলাকায় দাবি উঠেছিল, অন্য অভিযুক্তদের সঙ্গে ওই নির্যাতিতাকেও গ্রেপ্তার করতে হবে। তা ছাড়া, গত বছর ওই এলাকায় বড়মাপের গন্ডগোল হলে অন্যদের সঙ্গে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন নির্যাতিতাও। বদলা নিতে বিধবার উপর অত্যাচারের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।